গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান লেনিনের সংরক্ষিত দেহ ধ্বংসে উদ্যত পুঁজিবাদী রুশ সরকার

ধিক্কার জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন ঃ

মার্কস-এঙ্গেলসের অনন্য উত্তরসাধক, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বিশ্বের প্রথম সর্বহারা বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের চিন্তাধারাকে পাথেয় করেই সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের উদীয়মান জোয়ার ও মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে বাধা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টায় পুঁজিবাদী রাশিয়ার নিকৃষ্ট বুর্জোয়া শাসকরা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ মদতে পুনরায় এক নতুন চক্রান্তে নেমে পড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বন্দিত এই বিপ্লবী নেতার মরদেহ, যা একটি কাঁচের বাক্সে মসোলিয়ামে সুরক্ষিত রয়েছে, তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। কারণ, প্রাণহীন অবস্থাতেও ঐ দেহের উপস্থিতিই আজও বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবীদের কাছে জীবন্ত প্রেরণা এবং বিশ্বের তাবত প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবীদের কাছে ত্রাস। ইতিপূর্বেও রাশিয়ার বুর্জোয়া শাসকরা এই মতলব হাসিলের চেষ্টা করেও রাশিয়ার ও সমগ্র বিশ্বের মেহনতি জনগণের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা পুনরায় বলা দরকার যে, মহান লেনিন কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার নয়, সমগ্র বিশ্বের একজন নেতা ছিলেন। শুধু এটাই নয়, মানব ইতিহাসের একজন বিরল মহৎ মানুষ হিসাবে মানব জাতির হৃদয়ে তিনি পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় আসীন। তাই এ সত্য দৃঢ়তার সাথে বলা দরকার যে, রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শাসকদের কোনও অধিকারই নেই লেনিনের শবদেহকে ধ্বংস করার। তাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে রাশিয়ার সংগঠিত সচেতন সর্বহারারা, বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে অবশ্যই প্রতিরোধ ও ব্যর্থ করবে।

আমরা রাশিয়ার মেহনতি জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, সম্ভাব্য সকল উপায়ে আপনারা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন। একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে আবেদন করছি — বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার মহৎ লড়াইয়ে রাশিয়ার জনগণের সাথে সংহতি গড়ে তুলুন।

৪ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল

মূল্যবৃদ্ধি ও গণহত্যার প্রতিবাদে, যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে

১৪ ফেব্রুয়ারি আইন অমান্যের ডাক

জঙ্গল মহলে গণহত্যা, ধর্ষণ এবং সিপিএমের দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি রোধ, খরা মোকাবিলায় সরকারি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ১৪ ফেব্রুয়ারি গণআইন অমান্যের ডাক দিয়েছে। এই আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানিয়ে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন ঃ

বর্তমানে গোটা দেশের জনজীবন ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত, মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে মজুতদার ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া মুনাফা লুটছে। আইন থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একজনও মুনাফাখোর মজুতদারকে গ্রেপ্তার করল না। উভয় সরকার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করছে, কৃষিতে সার-বীজ-কীটনাশক নিয়ে চরম দুর্নীতি করে কালোবাজারিদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছে। ১০০ দিনের কাজ, বিপিএল ও রেশন কার্ড নিয়ে চলছে চরম দুর্নীতি ও দলবাজি। এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দফায় দফায় পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে। বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। চিকিৎসা আজ দুর্মূল্য হয়ে পড়েছে, চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ।

দেশে কোটি কোটি বেকার, লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ। কর্মচ্যুত শ্রমিক কাজ না পেয়ে হয় আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, নয় তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথবা অনৈতিক জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার মদ জুয়া, সাট্টা, অন লাইন লটারির ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, যাতে মানুষ আরও অধঃপতিত হয়। নারী ও শিশু পাচার, যৌননিগ্রহ ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে।

এই শ্বাসরোধকারী অবস্থায় সাধারণ মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা ব্যক্ত করারও আজ উপায় নেই। যে কোনও অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন বা বিক্ষোভ জানাতে গেলে চলছে নির্মম পুলিশি দমন-পীড়ন। সি পি এম সরকার আন্দোলন দমনে ক্রিমিনালবাহিনী দিয়ে খুন, জখম, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ বীভৎস ভাবে চালাচ্ছে। পুলিশ কার্যত দলীয় ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে বীভৎস গণহত্যা আবার দেখিয়ে দিল সি পি আই(এম) ভোটের স্বার্থে কত হীন কাজ করতে পারে। আসন্ন নির্বাচনে সি পি আই(এম) মুক্তাঞ্চল তৈরি ও বিরোধী শক্তিকে খতম করতে সাধারণ মানুষের উপর এই রকম ফ্যাসিস্টিক অত্যাচার চালাচ্ছে। চিরঅবহেলিত, অত্যাচারিত গরিব সাধারণ মানুষের আন্দোলন ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমন করতে সিপিএমের এই ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার।

এ রাজ্যের ১৯টি জেলার মধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলা ভয়াবহভাবে খরায় পীড়িত। সি পি এম সরকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

আরব ভূখণ্ডে গণবিক্ষোভের আগুন

টিউনিশিয়ার পরপরই মিশর, ইয়েমেনেও চলছে লাগাতার গণবিক্ষোভ। আরব দুনিয়ার এই দেশগুলি আবার সংবাদের শিরোনামে। স্বৈরাচারী শাসকের অপদার্থতা, দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারির জ্বালায় জ্বলছে সে দেশের মানুষ। তাদের রোষের আগুনে মিশরের রাজধানী কায়রোয় শাসকদলের সদর দপ্তর জ্বলছে। কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ শহরে চলছে মাত্রাছাড়া বিক্ষোভ। পথে নেমেছে হাজার হাজার মানুষ। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে দেশ জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দমনে বীভৎস লাঠিচার্জ থেকে নির্বিচারে গুলি সবই চলেছে। মিলিটারি নামানো হয়েছে 'শান্তি' রক্ষার নামে, নিহতের সংখ্যা দেড় শতাধিক। তিনটি শহরে কার্ফু জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি প্রশাসন, সারা দেশকেই কার্ফুর আওতায় এনেছে ২৮ জানুয়ারি। তাতেও আন্দোলন থেমে যায়নি। দেশের বিশিষ্ট মানুষজন আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন আরও বেশি করে। বিক্ষোভের রূপ দেখে শুধু সে দেশের জনবিরোধী বুর্জোয়া সরকারই ভয় পায়নি, ভয় পেয়েছে বিশ্বের আগ্রাসনকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকাও।

এবার মিশর

বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন আতঙ্কিত হয়ে মিশরের শাসকের উদ্দেশে বার্তা পাঠিয়েছেন বিক্ষোভ যে কোনও মূল্যে দমন করতে। টিউনিশিয়ার গণবিক্ষোভের ঘটনায়, বিশেষত জনরোষের সামনে ওদেশের প্রেসিডেন্ট বেন আলির পলায়নে আরব দেশগুলির শাসকরা কেন ভয় পেয়েছে, মিশরের ঘটনায় তা পরিষ্কার হয়ে গেল। টিউনিশিয়ার মতো ছোট দেশ নয় মিশর। আরব রাজনীতিতে সাড়ে আট কোটি

চারের পাতায় দেখুন

মিশরের সংগ্রামী জনগণকে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন

মিশরের সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ৩১ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

আরব দুনিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক চরম স্বৈরাচারী শাসক প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের ৩০ বছরের অত্যাচারী শাসনের পরিবর্তনের দাবিতে মিশরের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব সহ সকল স্তরের মেহনতি জনগণ গত কয়েকদিন ধরে সমস্ত ভয়-ভীতি-বাধা উপেক্ষা করে রক্তক্ষয়ী মরণপণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, এজন্য তাঁদের আমরা আন্তরিক সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আরব ভূখন্ডে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কার্যত দালাল-এর ভূমিকাই পালন করেছেন মুবারক, অপরদিকে নিজ দেশের মধ্যেও কায়েম করেছেন পুঁজিবাদী শোষণমূলক ও চরম স্বৈরাচারী এক শাসন যেখানে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করারও ন্যূনতম অধিকার নেই। সরকারি অপশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করলেই নাগরিকদের জেলে পোরা হয়, জোটে নির্মম অত্যাচার। পুঁজিবাদ সৃষ্ট তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের জ্বালা ও স্বৈরাচারী শাসনের নির্মম অত্যাচার থেকেই বর্তমান রক্তক্ষয়ী গণআন্দোলনের জন্ম হয়েছে । এই আন্দোলনের লক্ষ্য হল, সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী শাসনের অপসারণ ঘটিয়ে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করা—যে শাসন, জনগণ আশা করে, তাদের আর্থিক সংকটেরও সুরাহা করবে। মিশরের বীর জনগণের এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানিয়েই আমরা তাদের আবেদন জানাই যে, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে ও তাঁদের আত্মত্যাগে মহিমান্বিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব যাতে মৌলবাদী শক্তি কবজা করতে না পারে ও দেশকে নতুন এক ধর্মীয় স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের পথে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য জনগণ যেন সতর্ক ও সজাগ থাকেন।

শহিদ স্মরণে মৈপীঠে সভা

১৪ জানুয়ারি দঃ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চল মৈপীঠের সংগ্রামী মানুষ দীর্ঘ ১৫ বছর পর শহিদ কমরেড ভক্তি জানা ও কমরেড আরতি জানার স্মরণে প্রকাশ্যে সভা করতে পারল। সিপিএম-এর পৈশাচিক অত্যাচারে মৈপীঠের মানুষ বহু রক্ত ঝরিয়ে আজও এস ইউ সি আই (সি)-র সংগ্রামী ঝান্ডা তুলে ধরে রেখেছে। সিপিএমের আক্রমণে এখানে দলের বহু কর্মী শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদেরই দু'জন কমরেড ভক্তি জানা ও কমরেড আরতি জানা। দঃ বৈকুণ্ঠপুরের বটতলা মাঠে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান শহিদ পরিবারের সদস্য, দলের মৈপীঠ ১নং আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ও কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহসভাপতি কমরেড শক্তি জানা সহ দল ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দলের দঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রদীপ হালদার বলেন, ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে কুলতলির এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব খেটে খাওয়া মানুষকে এখানকার জমিদার-জোতদার-মহাজনেরা পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখত। সেই সময় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এই মানুষগুলিকে সংগঠিত করে তেভাগা আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এখানে পার্টির শক্ত ভিত স্থাপন করেন। এই সংগঠনকে ভাঙবার জন্য কংগ্রেস শাসনে এই জোতদার-জমিদাররা কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করে আমাদের দলের ওপর বারবার আক্রমণ চালিয়ে আমাদের বহু নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পরে এরাই রং বদলে সি পি এম হয়ে যায় ও তাদের কুখ্যাত নেতা কান্তি গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে একই কাজ করতে থাকে। ১৯৮৯ থেকে খুন, গুমখুন, ঘর জ্বালানো, ফসল লুট, জরিমানা, মা-বোনেদের ইজ্জৎ লুট, মানুষকে ঘরছাড়া করা সহ বিভিন্নভাবে লাগাতার অত্যাচার করে বহু মানুষকে পঙ্গু করে দেয় সিপিএম দুষ্কৃতীরা। কিন্তু এত অত্যাচার করেও মৈপীঠের মানুষের মন থেকে এস ইউ সি আই (সি)-কে তারা মুছে দিতে পারেনি। এখানকার মানুষ সিপিএমের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

কুলতলির বিশিষ্ট কৃষক নেতা, দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এবং এ আই কে কে এম এসের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মনোরঞ্জন পণ্ডিত সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে বলেন, গতকাল ১৩ জানুয়ারি এই একই জায়গায় সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী ও কান্তি গাঙ্গুলী সভা করে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কুলতলি থেকে এস ইউ সি আই (সি)-কে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন। '৮৯ সাল থেকে মৈপীঠের মানুষকে ভোট দিতে না দিয়ে একচ্ছত্রভাবে রিগিং করে কান্তি গাঙ্গুলী সিপিএম নেতা-কর্মীদের বোঝাতেন যে, মৈপীঠের ১৪,০০০ ভোট তাদের পক্ষে থাকায় তারা কুলতলিতে জিতবেনই। কিন্তু কুলতলির মানুষ বারবারই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ যখন আবার বিধানসভা ভোট আসন্ন তখন কুলতলি বিধানসভায় সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং মৈপীঠে তাদের সংগঠন অটুট আছে দেখাতেই কুলতলি বিধানসভা ও সমগ্র দ্বীপাঞ্চল থেকে লোক এনে সভা করেছে সিপিএম। সিপিএমের আক্রমণে নিহত শহিদদের স্মরণে আজ শুধুমাত্র মৈপীঠের ৫ সহস্রাধিক মানুষ এখানে সমবেত হয়েছেন।

স্মরণসভার প্রধান বক্তা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মৈপীঠের মানুষ শহিদদের প্রকাশ্যে স্মরণ করতে পারেননি সিপিএমের পৈশাচিক আক্রমণের জন্য। পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সেদিন সিপিএম দুষ্কৃতীরা কমরেড ভক্তি জানা ও আরতি জানাকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁদের মুখে বিষ ঢেলে দেয় এবং প্রচার করে যে তারা আত্মহত্যা করেছেন। সত্য ঘটনা যাতে উদঘাটিত না হয় সেজন্য দেহ দুটির ময়নাতদন্ত না করেই পুড়িয়ে দেয় সিপিএম। দীর্ঘ ২০-২২ বছর ধরে তীব্র যন্ত্রণা ও চোখের জল বুকে চেপে রেখে মানুষ আজ সিপিএম-এর সমস্ত সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এই স্মরণসভায় যোগ দিয়েছেন। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর এখানেই আন্দোলনের কর্মসূচিতে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান সিপিএম গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হন।

তিনি বলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে বহন করার জন্যই আপনারা যে দীর্ঘ অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং যে সংগ্রামী প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন তা সকলের কাছেই শিক্ষণীয়। গতকাল এখানেই সভা করতে এসে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ও কান্তি গাঙ্গুলি যথারীতি আমাদের দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। বামপন্থী ভেক ধরে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন নৃশংসভাবে দমন করাই এখন যাদের রাজনীতি পুলিশ ও ক্রিমিনাল ছাড়া যে দলের নির্ভর করার আর কিছু নেই, তারা এস ইউ সি আই(সি)-র মতো একটি সংগ্রামী মার্কসবাদী দলের বিরুদ্ধে কীই বা বলতে পারে। আর কিছু না পেয়ে তারা বলেছেন, আমাদের দল নাকি একটা মাত্র এমপি পাওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে জোট করেছে। আসলে, সিপিএম নিজে এই নিকৃষ্ট ভোট রাজনীতি করে, যখন যেখানে যে বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলের সাথে গাঁটছড়া বাঁধলে ভোট ও সিট পাওয়া যেতে পারে, তাদেরই পায়ে ধরে, তাদের সাথেই আসন সমঝোতার নামে আঁতাত করে। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষের কাছে এস ইউ সি আই (সি)-র সংগ্রামী চরিত্র ও ভূমিকা এতটাই স্পষ্ট যে, সিপিএম নেতাদের মিথ্যাভাষণে তাকে মলিন করা যাবে না। ওরা জানে, এস ইউ সি আই (সি)-তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্য যদি না হত, তবে নন্দীগ্রামের আন্দোলন সফল হত না, তাকে সিপিএম সরকার গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হত। ওরা জানে, এই ঐক্য যদি না থাকত, তাহলে গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের এমন শোচনীয় পরাজয় ঘটত না। এজন্যই ওরা এত ক্ষিপ্ত।

আমরা যদি এমএলএ-এমপি হওয়ার রাজনীতি করতাম, তাহলে সিপিএমের সাথে গেলেই তা হতে পারত। আপনারা জানেন, ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম নেতা বিমান বসু, প্রয়াত অনিল বিশ্বাস আমাদের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষকে আবেদন জানান তাদের সাথে ঐক্য করার জন্য। তাদের সাথে গেলে সে সময় আমরা এমএলএ-মন্ত্রীত্ব পেতে পারতাম। কিন্তু কমরেড প্রভাস ঘোষ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, সিপিএম ক্ষমতায় বসে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে যে কোনও বুর্জোয়া দলের সরকারের মতোই কাজ করছে, গণআন্দোলন দমন করছে, আর এস ইউ সি আই (সি) রাস্তায় দাঁড়িয়ে রক্ত দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে। এখানে ঐক্যের জায়গা কোথায়? ঐক্যের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সিপিএম-এর ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ থেকে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনকে রক্ষা করতেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। ভারতবর্ষের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র দল এস ইউ সি আই (সি)-কে সমর্থন করার ও কংগ্রেস-সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে আপনাদের এই মৈপীঠে ২০ বছর ধরে যে নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, যত জন শহিদ হয়েছেন, তা নন্দীগ্রামের অত্যাচার থেকে কম নয়। তবুও বাইরের মানুষ তা জানতে পারেনি, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে এক লাইনও প্রচার দেয়নি। নন্দীগ্রামের আন্দোলনকেও আমরা একক শক্তিতে রক্ষা করতে পারতাম না। সেজন্যই, প্রথমে না হলেও, পরে আমরাই উদ্যোগী হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করেছি, কারণ ওখানে তাদের শক্তি আমাদের চেয়ে বেশি। ফলে, এই ঐক্য শুধুমাত্র গণআন্দোলনের স্বার্থে ও প্রয়োজনেই।

আগামী দিনে এস ইউ সি আই (সি)-কে আরও শক্তিশালী করার আবেদন জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে শ্রী সন্তোষ পাত্র। তিনি তাঁর বক্তব্যে সিপিএম-এর ক্রিমিনাল বাহিনী কর্তৃক মৈপীঠের মা-বোনেদের উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী তুলে ধরে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কুলতলি তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিএমকে উৎখাত করে তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন রাখেন।

মেডিকেলে 'শপথবাক্য'
ধিক্কার জানালেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

২৮ জানুয়ারি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' থাকার শপথবাক্য পাঠ করানোর প্রতিবাদে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ২৯ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"গতকাল কলকাতা মেডিকেল কলেজের নব্য চিকিৎসকদের — 'ডাক্তারির ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা উচিত' বলে যে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক ডাক্তারি শপথবাক্য বা মেডিকেল এথিক্সের মধ্যে পড়ে না। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারা এ ধরনের শপথবাক্য পাঠ করানো দুঃখজনক শুধু নয়, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং দুরভিসন্ধিমূলক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেপালের চিকিৎসক রাষ্ট্রপতি ডাঃ রামবরণ যাদব, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এবং অতীত দিনের ছাত্র নেতা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামনে কী করে এই ঘটনা ঘটতে পারল, তা বিস্ময়ের।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ বরেণ্য রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি সচেতন হতে এবং দেশ ও সমাজ রক্ষায় অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজ রাজনীতির নামে যারা দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও নির্লজ্জ দলবাজি করছেন, তাঁরাই সমাজের সেরা ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে রাজনীতির বাইরে থাকতে বলছেন, যাতে রাজনীতি ক্রিমিনালদের আখড়া হয়।

মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই ধরনের শপথবাক্য পাঠ করানোকে ধিক্কার জানাই এবং মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের বিনয় বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু, ডাঃ নর্মান বেথুন এবং ডাঃ বিনায়ক সেনদের পথ অনুসরণ করতে আহ্বান জানাই।"

মেদিনীপুরে যৌথবাহিনীর তাণ্ডব

৩১ জানুয়ারি মেদিনীপুর হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটি ত্রাণ ও মেডিকেল ক্যাম্প করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘরছাড়াদের চিকিৎসা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যৌথবাহিনী সেখানে মাওবাদী খোঁজার নাম করে ঢুকে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। বহু মানুষ আহত হন। এস ইউ সি আই (সি) সংগঠক কমরেড বিবেকানন্দ সাহুর মাথা ফেটে যায়। তৃণমূল ও এস ইউ সি আই(সি) কর্মীরা থানায় প্রতিবাদ জানালে সেখানেও পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে।

নেতাইয়ের গণহত্যাকারীদের শাস্তি, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার, ক্রিমিনাল ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার সহ অন্যান্য দাবিতে ৩০ জানুয়ারি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আহ্বানে লালগড়ে একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুকুল রায়, শিশির অধিকারী এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী। আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

হুগলিতে শ্রমিক-কৃষক বিক্ষোভ

মজুতদারি বন্ধ করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিদ্যুতের দাম কমানো, সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি এবং পি এফ-এর টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের শাস্তি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশী অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদি দাবিতে ১৯ জানুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এ আই কে কে এম এস-এর হুগলি জেলা কমিটির আহ্বানে পুলিশ সুপার এবং জেলা-শাসকের নিকট বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে দেড় সহস্রাধিক মানুষের মিছিল ঘড়ির মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি এবং এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি পাঠ করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জীব ভট্টাচার্য। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দাবিপত্র পেশ করেন। বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী। দাবিপত্র পেশ করে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সলিল চক্রবর্তী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদক কমরেড মিলন রক্ষিত উপস্থিত ছিলেন। চটকল শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, মোটর ভ্যান চালক, কৃষক সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

আইন অমান্যের ডাক

একের পাতার পর

১১টি জেলাকে খরা কবলিত ঘোষণা করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তা পালন করেনি। বরং খরা দুর্গত মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করায় পুরুলিয়ায় পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চালিয়ে আমাদের দলের ১১ জন কর্মী-সমর্থককে মিথ্যা অভিযোগে জামিন-অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করেছে।

তিনি বলেন, আমরা গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি ১ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল করে দশ দফা দাবি পূরণের আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও দাবি কার্যকর হয়নি। এই অবস্থায় আমরা মনে করি, জনসাধারণের আপসহীন প্রবল আন্দোলনের চাপই পারে জনজীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অনুভূতিহীন এই সরকারগুলিকে দাবি মানাতে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন, জেলায় জেলায় প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধের লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করে ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিশাল আইন অমান্যের কর্মসূচি নিয়েছি।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বত্র আমরা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে নিয়ে জনসাধারণের আন্দোলনের নিজস্ব হাতিয়ার গণকমিটিগুলি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেব। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সেই উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্যও আবেদন জানাচ্ছি।

বিজেপি-র ‘বিভেদ যাত্রা’

এবারের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে শ্রীনগরের লালচকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। হঠাৎ জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কেন? ও রাজ্যের সরকার কি জাতীয় পতাকা তুলবে না বলেছিল? বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবারে কাশ্মীরে জাতীয় পতাকা তুলতে দেবে না বলেছিল? না, এরকম কোনও সম্ভাবনারই সংবাদ ছিল না। তবুও হঠাৎ এ হেন ‘জাতীয়তাবাদী’ হুংকার কেন? নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে প্রমাণ করতে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কাশ্মীরে ছুটে যাওয়া কেন? আসলে বিজেপির ভেতরকার ক্ষমতালোভী ও মুসলিমবিদ্বেষী কদর্য রূপটা নানা ঘটনায় বেআব্রু হয়ে পড়েছে, ফলে আব্রু দিতে শেষ পর্যন্ত সেই মুসলমান বিদ্বেষ ও ভণ্ড জাতীয়তার ঝান্ডা তুলে নিয়েছিল তারা।

কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ওখানে জাতীয় পতাকা তুলেই তা প্রমাণ করবেন বলে রণহুঙ্কারে আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়েছিলেন বিজেপির তাবড় নেতা-নেত্রীরা। যুব সংগঠনের সভাপতির নেতৃত্বে অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজ প্রমুখ ‘একতা যাত্রা’র রথ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন জম্মুতে। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁদের।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্বরতা দেশের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরিয়ে প্রাণ কেড়ে নিয়ে, আরও বহু মানুষকে আশ্রয়হীন, পরিবারহীন করে দিয়ে দিল্লির সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি তৈরি করেছিল বিজেপির জন্য। ২০০৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে সেই ক্ষমতা হারিয়ে বিজেপি-আর এস এস পরিবারের দিশেহারা অবস্থা। ‘প্রবল শৃঙ্খলাবদ্ধ’, ‘সুনীতির ধারক’, ‘ধর্মাচরণে নিষ্ঠ’, ‘আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে নিমগ্ন’ বলে সংগঠনের যে বাইরের চেহারাটা বহু যত্নে ও কৌশলে সংঘ পরিবারের কর্তারা আঁকিয়ে ছিলেন, মাত্র ৫ বছরের সরকারি ক্ষমতা ভোগ তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। বেআব্রু হয়ে গেছে ভেতরকার ক্ষমতার কোন্দল, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদির ইতিবৃত্ত। তদুপরি আবার দেশের নানা জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদিকে হাতিয়ার করে বিজেপি তার হিন্দুত্ববাদকে চাঙ্গা করতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর যে রাস্তা নিয়েছিল, সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেছে সেইসব সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের অনেকগুলোই মুসলিম মৌলবাদীরা নয়, সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদীরাই করেছে। সর্বশেষ স্বামী অসীমানন্দ নামে আরএসএসের এক কর্তাব্যক্তির গ্রেপ্তার এবং তারও আগে আরও কিছু আরএসএস কর্তা-কর্ত্রীর গ্রেপ্তার, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ সহ আরও অনেকগুলিতে এই হিন্দুত্ববাদী নায়কদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ উদঘাটিত হয়েছে। আরএসএস বলেছে, এসব অভিযোগ মিথ্যা এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তারা প্রচার করবে যে, আরএসএস এর মধ্যে জড়িত নয়। ভাল কথা, কোনও সংগঠন যদি নিজেদের শুদ্ধতা বোঝাতে জনগণের কাছে যায় তাতে আপত্তি উঠতে পারে না।

কিন্তু সংঘ পরিবারের নেতারা বিলক্ষণ জানেন, দলের ভিতরকার কোন্দলই হোক, আর বাইরের ভাবমূর্তিই হোক, চরিত্র যতটা বেআব্রু হয়েছে, আঘাত যত প্রবলভাবে পড়েছে তাতে ‘জনগণের কাছে যাব’ শুধু এই কথা বলে চিঁড়ে ভিজবে না। অতএব, আবার সেই পুরনো অস্ত্র হাতে নাও, হিন্দুত্ববাদের জিগির তোল, মুসলিম বিদ্বেষের বিষ ছড়াও।

কাশ্মীর যেহেতু মুসলিম জনসংখ্যা প্রধান রাজ্য এবং দীর্ঘকাল ধরে পুলিশ-মিলিটারির অবর্ণনীয় অত্যাচারে সেখানকার জনগণের আহত মানসিকতা, তাদের দিল্লির সরকার সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছে, যার সুযোগ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে সেখানে জাতীয় পতাকা তোলার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর কাছে কাশ্মীরের মুসলিম জনগণকে ‘ভারত বিদ্বেষী’, অতএব সরল সমীকরণে ‘হিন্দু বিদ্বেষী’ বলে দেখিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাতে পারলে বিজেপির ভোট রাজনীতির বাজিমাত হয়ে যেতে পারে। অথচ ঘটনা হল, কাশ্মীরের জনগণ কদাপি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের অন্যান্য জনগণের প্রতি কোনও বিরূপতা, কোনও বিদ্বেষ দেখায়নি, আজও তারা ভারতীয় জনগণের বিরোধী নয়। তাদের সমস্ত ক্রোধ-ক্ষোভ-অভিমান-বিরূপতা ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে, যারা কাশ্মীরের জনগণের শোষণ-বঞ্চনা দূর করার কোনও চেষ্টাই করেনি, শুধু পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে দমনমূলক শাসন চালিয়েছে, ধরে ধরে নিরীহ যুবকদের ‘পাকিস্তানের চর’ বলে হত্যা করেছে, জেলবন্দী করে রেখেছে। এই মানসিক ক্ষত ও আহত আবেগকে জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে ২৬ জানুয়ারি লালচকে পতাকা তুললে প্রশমিত করা তো যায়ই না বরং তাকে আরও ক্ষতবিক্ষত হতেই সাহায্য করা হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতেই অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়, দেশের মধ্যে আরও বিভেদ অবিশ্বাস সৃষ্টিতেই ইন্ধন দেওয়া হয়।

১৯৯০ সালে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে গুজরাট থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রাকে যথার্থভাবে বলা হয়েছিল ‘রায়ট যাত্রা’। একইভাবে এবারের বিজেপির তথাকথিত একতা যাত্রার মধ্যে দেশের ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের ঐক্য সংহতি গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। এটা ছিল পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি দুরভিসন্ধিমূলক বিভেদ যাত্রা। কংগ্রেস সরকার ভাব দেখিয়েছে, তারা যেন যে কোনও মূল্যে বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে রুখতে চায়। কিন্তু জনগণ জানে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্বরতা সম্ভবই ছিল না তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার যদি যথার্থই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াত; কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে আজ এই অসহায়তা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ সৃষ্টিই হত না, যদি স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস শাসকরা কাশ্মীরের জনগণের ন্যায্য অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিতেন। তাছাড়া শুধু কংগ্রেস বা বিজেপি-সংঘ পরিবার নয়, এদেশের সমস্ত বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলই, এমনকী সিপিএমের মতো মেকি বামপন্থীরাও গদির স্বার্থে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত ইত্যাদি বিভক্তিকে কাজে লাগাতে পিছপা হয় না, তাতে জনগণের দুর্গতি যতই বাড়ুক না কেন।

বিজেপির এবারের একতা যাত্রা আবার প্রমাণ করল, এই বুর্জোয়া দলটির মধ্যেও দেশপ্রেম বলে কিছু নেই। দেশ বলতে এরা জনগণকে বোঝে না, এদের লক্ষ্য শুধুই গদি, তার জন্য যদি নিরপরাধ সংখ্যালঘু জনগণের রক্তের বন্যা বয়ে যায়, দাঙ্গায় দেশের মানুষ সর্বস্বান্ত হয় তাতে এসব দলের কিছু যায় আসে না। বিজেপির এই দুষ্ট রাজনীতি সম্পর্কে দেশের মানুষ যত বেশি সচেতন হয় ততই তাদের পক্ষে কল্যাণ।

যশোবন্ত সোনাওয়ানের নৃশংস হত্যা দেখিয়ে দিল এ দেশে মাফিয়াতন্ত্রের শিকড় কত গভীরে

প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, দেশের তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা যখন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি-কালোবাজারি রোধ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিচ্ছেন, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের মনমাড়ে তেল মাফিয়ারা গায়ে পেট্রল ঢেলে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারল নাসিকের অতিরিক্ত জেলাশাসক যশোবন্ত সোনাওয়ানকে। মাফিয়ারা কেরোসিনের ট্যাঙ্কারে ভেজাল মেশাচ্ছে, এই সংবাদ পেয়ে সোনাওয়ানে পুলিশ ছাড়াই সেখানে গিয়ে এই দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে ক্ষিপ্ত দুষ্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং খুন করে। যশোবন্তের মতো একজন পদস্থ অফিসারের নৃশংস মৃত্যুর এই ঘটনা দেখিয়ে দিল সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের এই ধরনের বক্তৃতাগুলি কতখানি অসার, দেখিয়ে দিল কালোবাজারিরা আজ কতখানি বেপরোয়া এবং প্রশাসন তাদের সামনে কেমন ঠুঁটো জগন্নাথ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি দেশজুড়ে চিন্তাশীল মানুষের মনে তোলপাড় তুলেছে, তা হল, কালোবাজারিরা, মাফিয়ারা এতখানি সাহস পায় কোথা থেকে? একজন অতিরিক্ত জেলাশাসকের যদি এই পরিণতি হয় তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে? এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের মানুষের কাছে কী বার্তা গেল? বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি তা হলে গুণ্ডা-বদমায়েশদের গণতন্ত্র চলছে?

এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ হতেই মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উভয়েই সরকারি অপদার্থতার গায়ে দায়িত্বশীলতার প্রলেপ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভেজালদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১৮০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, অপরদিকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি যশোবন্তকে ভেজাল বিরোধী আন্দোলনের শহিদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী? যাদের অপদার্থতা এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুর্বৃত্তদের হাতে একজন পদস্থ অফিসারের জীবন গেল, শহিদের ঘোষণাতেই তাদের অপদার্থতা আড়াল হয়ে যাবে? স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে ১৭ লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারি এবং ৮০ হাজার গেজেটেড অফিসার পরদিন ২৭ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতি পালন করেন। চাপে পড়ে সরকার এই হত্যাকাণ্ডের মূল আসামী পোপট শিণ্ডে সহ অন্যান্য দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। প্রশ্ন হল, রাজ্য সরকার যদি এত দ্রুত এতজন ভেজাল কারবারিকে গ্রেপ্তার করতে পারে, তবে এতদিন তা করেনি কেন? অবাধে তাদের এ কাজ চালাতে দেওয়া হয়েছে কেন? পেট্রল-কেরোসিনে ভেজাল মিশিয়ে তা বিক্রি করে যে বিপুল মুনাফা করছিল এই কালোবাজারিরা, তার বখরা কি প্রশাসনের উচ্চমহল এবং রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা পাচ্ছিলেন না? হত্যাকাণ্ডে জড়িত মাফিয়া চক্রটির নেতা পোপট শিণ্ডে এবং আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও, শিণ্ডের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উঠে এসেছে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের শরিক এনসিপি'র প্রভাবশালী মন্ত্রী যে ছগন ভুজবলের নাম, তাকে আড়াল করা হচ্ছে কেন?

অভিজ্ঞতা হল, এ ধরনের ঘটনা যখনই ঘটে, সংবাদমাধ্যমে তা নিয়ে হইচই হলে, সাধারণ মানুষ তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে, প্রশাসন অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে কিছু গ্রেপ্তার করে, প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদেরও কখনও কখনও গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ক'জনের শাস্তি হয়? আর যারা নেপথ্য নায়ক তারা তো অধরাই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার কি যশোবন্তকে শহিদ আখ্যা দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করবে, নাকি পর্দার আড়ালে যারা রয়েছে তাদেরও গ্রেপ্তার করবে? সোনালী চতুর্ভুজ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবের কথা অনেকেরই হয়তো মনে আছে। দুর্নীতি ফাঁস করে দেওয়ায় তাঁকেও নৃশংসভাবে খুন করেছিল মাফিয়ারা। আজও তাদের কারও শাস্তি হয়েছে কি? আজ যাঁরা সোনাওয়ানেকে শহিদ বলছেন, তাঁরা এতদিন কী করেছেন?

এ কথা উৎকটভাবে নগ্ন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বিশেষে দেশের সরকারগুলি আজ আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দেশে এমন কোনও সরকার নেই যার মন্ত্রী-আমলা-প্রশাসন দুর্নীতিতে যুক্ত নয়। এই দুর্নীতির দ্বারা নেতা-মন্ত্রী-আমলারা একদিকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন, অপরদিকে এঁরা যে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত তা-ও এদেরই অর্থে পরিচালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই দলগুলি নিজস্ব স্বার্থেই চুরি-দুর্নীতি-ভেজালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না। অর্থ + মাফিয়া + প্রশাসন = সরকারি ক্ষমতা, এই সমীকরণ যেখানে গড়ে উঠেছে সেখানে সরকার দুর্নীতি রোধে যথেষ্ট তৎপর হতে পারে না। এই চুরি-দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। বুর্জোয়া দলগুলি বা শাসক বামপন্থী — কোনও দলই আজ আর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলবে না। এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকেই। গড়ে তুলতে হবে দুর্নীতি বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। মানুষ যদি সচেতন হয়ে একবার এইভাবে সংগঠিত হয় তবে কোনও সরকারের, কোনও মাফিয়া চক্রের ক্ষমতা নেই, তাকে দমন করে, তার দাবি অস্বীকার করে।

ডি এস ও-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ছাত্র সমাবেশ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া, ফি বৃদ্ধি সহ শিক্ষার উপর নেমে আসা আক্রমণের প্রতিবাদে ১১ জানুয়ারি জয়নগরের রূপ ও অরূপ হলে এ আই ডি এস ও-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয় এবং লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী দ্বারা গণহত্যাকে ধিক্কার জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড রামকুমার মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। কেন অন্যান্য ছাত্র সংগঠন থাকা সত্ত্বেও এ আই ডি এস ও-র প্রতিষ্ঠা হল এবং জন্মলগ্ন থেকে ছাত্র আন্দোলনে এই সংগঠনটি কী সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে উপস্থিত ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী।

বলাগড় বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

ফসলের ন্যায্য দাম, সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, চাল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কেরোসিনের কালোবাজারি বন্ধ করা, বেহুলা খাল সহ ব্লকের অন্যান্য খাল সংস্কারের মাধ্যমে সেচের উন্নতি ঘটানো, যত্রতত্র মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে বলাগড় বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কমরেড ভাস্কর ঘোষের নেতৃত্বে কমরেড পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় ও কমরেড হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস বিডিওর কাছে সাত দফা দাবিপত্র দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য ও সারা বাংলা মোটরভ্যান ইউনিয়নের হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য।

মিশর ঃ আন্দোলনের আশু সার্থকতা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই

একের পাতার পর

জনসংখ্যার মিশরের খুবই গুরুত্ব রয়েছে। প্রেসিডেন্ট মুবারক ৩০ বছর ধরে একচ্ছত্র স্বৈরশাসন চালাচ্ছেন ওখানে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। ১৫-২০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁর অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পুলিশের লাঠি আর কারাগার তাদের জন্য নির্দিষ্ট। ওদেশের রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা হাজার হাজার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরম মিত্র মিশর হচ্ছে ইজরায়েলের সীমান্তবর্তী শক্তিশালী দেশ। মুবারকদের আত্মসমর্পণ করিয়েই আমেরিকা ইজরায়েলের যাবতীয় কুকর্ম ও অত্যাচার সম্পর্কে মিশরকে নীরব রেখেছে। মিশর সীমান্তবর্তী প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডকে একের পর এক দখল করে নিয়েছে, এমনকী প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তু শিবির অঞ্চলের মধ্যে ইজরায়েলি বসতি বানিয়ে দিয়েছে। কামান বন্দুক বোমার ডগায় প্যালেস্টিনীয় গণপ্রতিবাদের টুঁটি চেপে ধরেছে, তবুও মিশরের শাসক মুবারকরা কিছু বলেননি। এর দ্বারা মুবারক তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি আমেরিকার সমর্থন ও মদত পেয়েছেন, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ে বন্দুকের ডগায় মানুষকে চুপ করিয়ে রাখতে চেয়েছেন। জনজীবনের মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারেননি। বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী সংকটের ধাক্কা মিশরেও পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই ও বেকারির চাপে সেদেশের জনজীবনও বিপর্যস্ত। তবুও এত দিন ভয়ে কুঁকড়ে ছিল দেশের মানুষ। এবার তারা সমস্ত ভয়ভীতি ঝেড়ে ফেলে রাস্তায় নেমে এসেছে প্রেসিডেন্ট মুবারকের অপশাসনের প্রতিবাদ জানাতে। হোসনি মুবারক পরিকল্পনা করছিলেন ছেলে গামাল মুবারককে প্রেসিডেন্টের গদির উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করবেন। খবরটা প্রচার হতেই জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, তারা রাস্তায় নেমে আসে। অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিও। মিশরের ঘটনায় হতচকিত মার্কিন প্রশাসন ও অন্যান্য আরব দেশের লুঠেরা ও স্বৈরাচারী বুর্জোয়া শাসকরা একযোগে মুবারকের সমর্থনে বিবৃতি দিতে থাকেন। কিন্তু তাতে জনগণ নিরস্ত হয়নি। জনগণের মেজাজ বুঝে মিলিটারিও বিক্ষোভে বাধা দিতে ভয় পেয়েছে।

মিশরের আগে আর এক আরব দেশ ইয়েমেনেও গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে, জনতার রোষে পুড়েছে আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশ ইয়েমেনের প্রশাসনিক দপ্তর। সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদ জানাতে ঘর ছেড়ে ইয়েমেনিরা নেমে পড়েছে রাস্তায়। বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন দেশের নামকরা সাংবাদিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষ। সবাই একজোট হয়ে নেমেছেন ৩২ বছরের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট সালেহকে পদত্যাগে বাধ্য করতে। সমস্ত বিশ্বের চোখ এখন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। ইয়েমেনিরা বলছে, গরিব দেশবাসীর অর্থ লুণ্ঠনকারী সরকারের পতন অবিলম্বে ঘটাতে হবে, শাসকদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার নেই। দরিদ্র এই দেশটিতে অভাবের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চলে দুর্নীতি এবং বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ। প্রকৃতির কাছেও বশ্যতা মানতে হয় তাদের। কারণ বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রযুক্তিও নেই দেশে। এতে প্রশাসনের কোনও ভূমিকাও নেই। উপরন্তু এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে জুটেছে মারধর, পুলিশি অকথ্য অত্যাচার, পরিশেষে জেলহাজত। পরিণামে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে বারবার। এমনিতেই প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইয়েমেনের রাস্তায় রাস্তায় চলছে বিক্ষোভ। তার উপর পার্লামেন্ট সম্প্রতি ঘোষণা করে, প্রেসিডেন্টের মেয়াদ থাকবে আমৃত্যু। স্বভাবতই এই ঘোষণা মানুষের বিক্ষোভে ঘৃতাহুতির কাজ করে।

আরব দেশগুলিতে এই ধরনের গণবিক্ষোভ এক কথায় অভূতপূর্ব। বোঝাই যায়, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়ন আজ মানুষের সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ইউরোপের দেশগুলির পর আরব ভূখণ্ডে এমন অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ থেকে মনে হয় আগামী দিনে তা আরও বহু দেশেই মাথাচাড়া দেবে। পরিবর্তনের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা, শোষণমুক্ত উন্নত জীবনের জন্য আকুতি থেকেই আন্দোলন আগামী দিনে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ নেবে, নিঃসন্দেহে আরও তীব্র ও ব্যাপক হবে। অতীতে দেখা গিয়েছে প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে এ ধরনের গণআন্দোলনগুলোতে বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, ধর্মীয় মৌলবাদীরা ঢুকে যায় এবং প্রবল সম্ভাবনাময় গণআন্দোলনকে ভোটের দ্বারা সরকার পরিবর্তনের চোরাগলিতে ঠেলে দেয়, জনবিক্ষোভকে ব্যবহার করে এক দলের সরকারের পরিবর্তে আর এক দলের সরকারকে বসায়। যারা নতুন ক্ষমতায় আসে দেখা যায় তারাও ক্ষমতায় বসে পুরনো আন্দোলনের পথ ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদকে সেবা করার রাস্তা নেয়। যদিও তারা জানে, এর ফলে জনগণের ক্ষোভ আরও বাড়বে এবং তা নতুন সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে। মিশর সহ আরব দেশের জনগণকে এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে ইউরোপ থেকে আরব — সর্বত্রই গণআন্দোলনগুলো ফেটে পড়ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো, জঙ্গি চরিত্রও নিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবী নেতৃত্ব না থাকার ফলে আন্দোলনগুলো সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারছে না, এমনকী আন্দোলনের আশু দাবিগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদায় হচ্ছে না। এ জিনিস চলতে থাকলে আন্দোলন মাঝপথেই শেষ হয়ে যেতে পারে, ভোটবাজ বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি গণবিক্ষোভকে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে পারে। টিউনিশিয়া, ইয়েমেন ও মিশরে আজ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল গণআন্দোলন চলছে, এমনও ঘটতে পারে যে, এর দ্বারা হয়ত বর্তমান শাসকদের হঠতে হল, ক্ষমতায় এসে গেল আর এক দল স্বৈরাচারী বা মৌলবাদী শক্তি। এই সম্ভাবনাকে আদৌ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যাপক গণআন্দোলনও সত্যকার নেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ফলে চিন্তাশীল মানুষের মনে যে প্রশ্নটা ধাক্কা দেবে তা হল, কোন সে সঠিক পথ, যার দ্বারা সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করা যায়, যা আশু দাবিগুলি অর্জনে যেমন সাহায্য করবে, আবার চূড়ান্ত পরিণতিতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদে বৈপ্লবিক আন্দোলনেরও পরিপূরক হবে। মূল লক্ষ্য এটাই, কারণ শোষণ, নিপীড়ন, প্রতারণা, দুর্নীতি, বৈষম্য ইত্যাদি যা কিছু আমরা আরব দেশগুলিসহ দুনিয়ার দেশে দেশে দেখছি, তার উৎস তো পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই।

অবশ্যই এ কাজ তেমন নেতৃত্বের দ্বারা হতে পারে না, যারা নিজেরা 'গণতন্ত্র' বা 'ধর্ম' যে মোড়কেই হোক, আসলে পুঁজিবাদের সেবাদাস। একমাত্র সঠিক ও প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বই জনগণের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে গণআন্দোলনকে পৌঁছে দিতে পারে। এই আরব ভূখণ্ডে একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসার লাভ করছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদ তার কবর রচনা করে দেয়। যার সুযোগ নেয় সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট মৌলবাদী বুর্জোয়া দলগুলো। ফলে আজ আরব জনগণের মুক্তির জন্য যে আকুতি তার সাফল্য নির্ভর করছে সত্যিকারের মার্কসবাদী বিপ্লবী দলের আবির্ভাবের উপর। দেশে দেশে একমাত্র এমন বিপ্লবী দলই আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে এই চেতনা গড়ে তুলতে পারে যে, সমস্ত রকম শোষণ থেকে মুক্তিই আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য পূরণে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। এ কাজ করতে হলে সেই নেতৃত্বকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ ও কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রমুখ সর্বহারার মহান নেতাদের অমূল্য শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন ও চর্চার মধ্য দিয়ে আধুনিক শোধনবাদী ও ট্রটস্কিবাদী ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।

এ না হলে পরিণতি দুঃখজনক হতে বাধ্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাই বলেছিলেন, যত বড় বড় আন্দোলনই হোক, রক্ত ঝরুক, প্রাণ যাক, সমাজের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবের আকুতি যতই দেখা দিক, মানুষের কাছে যতই তা বিপ্লবের জন্য আবেদন করুক, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যথার্থ বিপ্লবী পার্টি উপযুক্ত শক্তি নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

দেরিতে মিনিকিট, তীব্র ক্ষোভ কৃষক মহলে

নাম তার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে ধান সহ বিভিন্ন ফসলের বীজ গরিব কৃষকদের সরবরাহ করার কথা। শুনে মনে হবে, কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কত কিছুই না করছে। কিন্তু সরকার যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সেটাই দেখা গেল বোরো ধানের মিনিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকাও তথৈবচ। রাজ্যের কৃষিদপ্তর ২৫ নভেম্বর এক নির্দেশে ৮টি জেলার উপকৃষি অধিকর্তাদের জানান, উচ্চ ফলনশীল জাতের ১ লক্ষ ৫০ হাজার ও শংকর জাতের ১০,৮৩৩টি মিনিকিট সরবরাহ করা হবে। জানানো হয় যে, ঐ মিনিকিট রাজ্য বীজ নিগম, জাতীয় বীজ নিগম থেকে নিয়ে ১০ জানুয়ারির মধ্যে সরবরাহ করবে। কিন্তু কৃষির সঙ্গে যাঁদের যোগ আছে তাঁরা জানেন, বোরো ধানের চারা করার সময় হল নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বীজ দেওয়ার ঘোষণাই করল নভেম্বরের শেষে। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরও সময় মতো বীজ এনে চাষিদের দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় হল না। স্বাভাবিকভাবে, দুই সরকারের ভূমিকাই কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

যে আটটি জেলাকে মিনিকিট দেওয়ার কথা, সেগুলি হল, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ঐ বীজ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্লকগুলিতে আসে। ফলে বেশিরভাগ ব্লকে ঐ মিনিকিট প্রত্যাখ্যান করেন চাষিরা। জেলার ৩৭,৯০৫টি উচ্চফলনশীল মিনিকিটের মধ্যে বিলি হয়েছে মাত্র ৫,৬২০টি।

কৃষি দপ্তরের এই দায়িত্বহীন ভূমিকা নতুন নয়। গত তিন বছর ধরে এরকম ঘটনা ঘটছে। ফলে বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ৭ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি তমলুকে উপ কৃষি অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মন্মথ দাস, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, কার্তিক বেরা, বিবেক রায়, পরিমল পাত্র, রবীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

উলুবেড়িয়া

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ

বিদ্যুতের অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়ে অ্যাবেকার উদ্যোগে বিল বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া গ্রুপ সাপ্লাইতে। ধীরে ধীরে বাগনান, কুলগাছি, আমতা, শলপ, বাল্টিকুরী,আন্দুল, মৌড়ি, সাঁতরাগাছি সহ অন্যান্য গ্রুপ সাপ্লাইতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শ্যামপুরে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছিল। কোথাও বিক্ষোভ, কোথাও ডেপুটেশন সংগঠিত করার মাধ্যমে অ্যাবেকার শাখা কমিটি গড়ে ওঠে। এই সমস্ত কমিটির সদস্য ও আগ্রহী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে উলুবেড়িয়ায় ১৬ জানুয়ারি একটি ওয়ার্কশপ হয়। ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। আলোচনায় উঠে আসে বিদ্যুৎ বিল-২০০৩। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা কেনা নিয়ে পুকুর চুরির দায় অন্যায়ভাবে গ্রাহকদের উপরে চাপানো, বিদ্যুৎ বিলে আইনের গোঁজামিল দিয়ে কীভাবে গ্রাহকদের টাকা লুঠ করা হচ্ছে — সে সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ গ্রাহকদের সতর্ক করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র এবং সহ সভাপতি অসিত দাস দাস। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়ার্কশপ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে ঘেরাও ও মার্চ মাসে হাওড়া জেলা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাঁকুড়ার শালতোড়ায় আন্দোলন করে শীতবস্ত্র আদায় করলেন গ্রামবাসীরা

২১ জানুয়ারি বাঁকুড়া শালতোড়া ব্লকে মিছিল করে জমায়েত হলেন বহু মানুষ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে পানীয় জল, খাদ্য, কাজ এবং শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। ভয়াবহ খরা পরিস্থিতিতে সরকার কেবল খরা ঘোষণা করে দায়িত্ব শেষ করেছে। এদিকে কাজের অভাবে গ্রামগুলি খালি হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার কর্মক্ষম মানুষ কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৃদ্ধরা পড়ে থাকছে ঘরে ঘরে। আর থাকছে শারীরিক দিক থেকে অক্ষমেরা। বহুঘোষিত ১০০ দিনের কাজও পাওয়া কঠিন। এই প্রকল্পে দেড়-দু'মাস আগের কাজের মজুরি মেলেনি এখনও। চলছে অর্ধাহার, অনাহার। তাই দারিদ্র ও খরাপীড়িত মানুষ প্রতিকার চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন। এস ইউ সি আই (সি) শালতোড়া আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং পরে বি ডি ও-র প্রতিনিধির সাথে বৈঠক হয়। বিডিও-র প্রতিনিধি ১০০ দিনের বেশি কাজ, পুকুর-বাঁধ সংস্কারের কাজ, মজুরি এবং শীতে অসহায় মানুষকে শীতবস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেইদিনই কিছু মানুষকে কম্বল, ত্রিপল, জামাকাপড় বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলার প্রত্যয়ী ঘোষণা

জানুয়ারির প্রথমার্ধ। কয়েকদিন ধরেই প্রবল শীত জাঁকিয়ে বসেছে। সারা দেশ শীতে কাঁপছে। তীব্র কুয়াশা বৃষ্টির মতো ঝরছে, দিনের বেলায়ও সূর্যের মুখ দেখা যায় না। দেশের কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমেছে ৬-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন স্থবির। ওই প্রবল শীত উপেক্ষা করেই দেড় মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে এক মা এসেছেন ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে। কারণ, এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর প্রাণপ্রিয় সংগঠনের প্রথম সম্মেলন। শীতের বাধাকে উপেক্ষা করে এমনই হাজারে হাজারে মহিলা ১৩ জানুয়ারি এসেছেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রথম সম্মেলন সফল করতে।

শুধু শীতের বাধা নয়, তার চেয়েও বড় বাধা আছে নারীর সামনে — পরিবারের বাধা, সংসারের বাধা, সমাজের বাধা। ওইসব বাধা মোকাবিলা করে, উপেক্ষা করেই সেদিন ৫ হাজারেরও বেশি নারী ঢাকার রাজপথে নেমেছিলেন। তাঁরা জানেন, প্রকৃতির অনেক বাধা একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই দূর হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের তৈরি করা বাধা সরাতে হয়। তার জন্য লড়াই করতে হয়, বুকের রক্ত দিতে হয়। নির্যাতন-নিপীড়ন আর অপমান-লাঞ্ছনার শিকার হয়ে কত নারী প্রতিদিন ঘরে ঘরে গুমরে গুমরে কাঁদছে, কত মেয়ে আত্মহত্যা করছে। এর অবসান ঘটাতে হবে। শুধু লড়াই-আন্দোলন করলেই তো নারীনির্যাতনের অবসান ঘটবে না, নারীমুক্তি আসবে না। তার জন্য চাই সঠিক হাতিয়ার — বিপ্লবী আদর্শ এবং বিপ্লবী পার্টি। আজকের দিনের নারীমুক্তির একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ। সেই সমাজতন্ত্রের চেতনায়, শোষণমুক্তির চেতনায় নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করে ১৩ জানুয়ারি ঢাকার রাজপথে হাজার হাজার সংগ্রামী নারী সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের পতাকা হাতে নিয়ে নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার সারা দেশে পৌঁছে দিলেন। এ ধরনের সমাবেশ ঢাকাবাসী বহুকাল প্রত্যক্ষ করেনি।

সম্মেলন সফল করতে কৃষিশ্রমিক, গৃহবধূ নারীরা এসেছেন সুদূর রৌমারী থেকে। এসেছেন সিলেট-মৌলভীবাজারের চা-শ্রমিক নারী। এসেছেন রাঙামাটি-খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য অঞ্চল এবং জয়পুরহাট-নওগাঁ থেকে আদিবাসী নারী। সম্মেলনে এসেছেন দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, গার্মেন্ট শ্রমিক, গৃহপরিচারিকা, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত কর্মজীবী, শ্রমজীবী, সাধারণ গৃহিনী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ সর্বস্তরের নারী। কেউ এসেছেন স্বামী-সন্তান-শ্বশুর-শাশুড়িকে সাথে নিয়ে, কেউ সঙ্গে এনেছেন বাবা-মাকে, কেউ নিয়ে এসেছেন ভাই-বোন-বন্ধুকে। আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে লাঞ্ছনা সইবার আশঙ্কা নিয়েও অনেকে এসেছেন। অনেককেই আগের দিন রওনা দিতে হয়েছে। কেউ এসে পৌঁছেছেন গভীর রাতে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কোনওরকমে রাত পার করেছেন, সারাদিন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন, আবার সারারাত পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে গেছেন।

'শোষণমুক্তির চেতনায় জেগে ওঠো নারী' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিচারপতি মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী। এরপর পাঁচ সহস্রাধিক নারীর সুসজ্জিত মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন ভারতের অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-র প্রেসিডিয়াম সদস্য ও নারী সেলের প্রধান লক্ষ্মী চক্রবর্তী, শ্রমজীবী নারী মৈত্রীর সভাপতি বহ্নিশিখা জামালী, বিপ্লবী নারী সংহতির আহ্বায়ক শ্যামলী শীল, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ঢাকা নগর শাখার সভাপতি সুলতানা আক্তার রুবি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, এ সম্মেলন শুধুই একটা জমায়েতের আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নয়। এতদিন দেশ একটাই চিত্র দেখে আসছে। এক তরফা নির্যাতন, বখাটে অধঃপতিতদের দ্বারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীনির্যাতন, সহিংস সন্ত্রাস, ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন, লাঞ্ছনা আর অপমান। এ সম্মেলন থেকে সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের কাছে, নারীসমাজের সামনে একটা বার্তা যাবে, এখন শুধুই নির্যাতনচিত্র আর দুর্বৃত্তদের বাধাহীন পদচারণাই মানুষ দেখবে না, দেখবে প্রতিরোধের এক জাগ্রত শক্তি দুর্বৃত্তপনাকে চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়েছে — সে শক্তি সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম। তিনি বলেন, পুঁজিবাদ তার শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই মানুষের উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে। যার বিষময় ফল ভোগ করতে হয় নারীসমাজকেই। ফলে নারীনির্যাতন-অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। এর বিরুদ্ধে লড়াইকে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে।

সকাল ১০টায় মহানগর নাট্যমঞ্চে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গণসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। একে একে দেশের বিভিন্ন থানা থেকে ব্যানার-পতাকা-ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড সহ বর্ণাঢ্য মিছিল সমাবেশ স্থলে আসতে থাকে। কিশোরীদের নিয়ে গঠিত 'শিশু-কিশোর মেলা'র একটি দল অতিথিদের গার্ড অব অনার দিয়ে মঞ্চে পৌঁছে দেয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক কমরেড রওশন আরা রুশো। এরপর এক সুসজ্জিত মিছিল গুলিস্তান, পল্টন, বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা, মতিঝিল হয়ে পুনরায় নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করে।

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, আমরা দেশকে স্বাধীন করেছিলাম একটি গণতান্ত্রিক সেক্যুলার ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি বলেই আরও অনেক সমস্যার মতো নারীদের জীবনে নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে এসেছে। নারীর ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে।

বিকেলের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রওশন আরা রুশো এবং পরিচালনা করেন সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক পারভীন আক্তার। আলোচনার শুরুতে সমাজপ্রগতির সংগ্রাম, নারীমুক্তি ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের পক্ষ থেকে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। সাথে সম্মেলনের ক্রেস্ট, সম্মেলন স্মরণিকা এবং বেগম রোকেয়ার ওপর প্রকাশিত পুস্তিকা উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড জাহেদুল হক মিলু, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের আহ্বায়ক অধ্যাপক অজয় রায় সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। নেপালের নারী সংগঠন অল নেপাল উইমেন্স অর্গানাইজেশন (মাওবাদী)-র সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁদের পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করা হয়।

সম্মেলনের সূচনাতে বিশাল শোভাযাত্রা ঢাকার রাজপথ পরিক্রমা করে

কমরেড ছায়া মুখার্জী তাঁর আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশের মতো ভারতেও, নারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা — দ্বৈত শোষণের শিকার। এই শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, অপরদিকে সারা বিশ্বে এই আন্দোলনকারীদের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, অধুনা আর একটা প্রচার করা হয় যে, মেয়েদের নাকি বুদ্ধি-মেধা কম। যদিও এই প্রচার যে কত মিথ্যা, তা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাই প্রমাণ করে দেয়। এ ধরনের প্রচারই বুঝিয়ে দেয়, আজও সমাজে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা কীভাবে টিকে আছে। তিনি বলেন, মানুষ মহাশূন্যে যাচ্ছে, সমুদ্রের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করছে কিন্তু সভ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ধর্ষণ, গণধর্ষণ, পাচার, নারীকে বিক্রি করে দেওয়া প্রতিদিন ঘটছে, তারা পণপ্রথার শিকার হচ্ছে। পণ দিতে হবে, যৌতুক দিতে হবে এ ভয়ে বাবা-মা মেয়ে সন্তান চায় না। এখন আর এক উপদ্রব আমাদের দেশে শুরু হয়েছে। স্কুল স্তরে যৌনশিক্ষা, অশ্লীলতার প্রসার, মাদকদ্রব্যের প্রসার। এসবের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। এ যুগের মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের হাতিয়ার। নারীমুক্তির সংগ্রাম আর শোষণমুক্তির সংগ্রাম দুটোকে এক সূত্রে গেঁথে ভারতের বুকে আমরা যে আন্দোলন গড়ে তুলছি তার পাশে আপনাদের সমর্থন সহযোগিতা আমরা যেমন পাব, তেমনি আপনাদের পাশেও আমাদের পাবেন।

অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন বলেন, যে মায়েরা-বোনেরা ঘরে ঘরে আছেন তাঁদের কাছে সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, ঘর থেকে, খেতের মাঠ-কল-কারখানা থেকে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। হাজার বছর ধরে নারী মর্যাদার দাবি করেছে, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু সমাজের আইন-বিধি পাল্টায়নি। শুধু নারী হওয়ার কারণে কেন আমাদের নির্যাতিত হতে হবে? কারণ সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক। আর পুরুষের আধিপত্যের প্রকাশ নির্যাতনে। তিনি বলেন, এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা ঢাকা শহরের চেহারা পাল্টে দিয়েছে কিন্তু তাদের মজুরি নেই। এখন নির্মাণ শ্রমিক প্রায় ৬০ ভাগ। মেয়েরা কাজ করছে, অর্থনীতিতে তার অবদান বাড়ছে, কিন্তু মর্যাদা বাড়ছে না। তাকে সৌন্দর্য নামক তথাকথিত ইন্ডাস্ট্রির পণ্য বানানো হয়েছে।

এছাড়াও আলোচনা করেন বহ্নিশিখা জামালী, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, শ্যামলী শীল প্রমুখ।

আলোচনা শেষে রওশন আরা রুশোকে সভাপতি, সুলতানা আক্তার রুবি, মনজুরা হক ও পপি চাকমাকে সহসভাপতি, সৈয়দা পরভীন আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক, মর্জিনা খাতুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস পপিকে সহ-সাধারণ সম্পাদক ও প্রকৌশলী শম্পা বসুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান। ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার পক্ষ থেকে গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয় ও ঢাকা চারণের সদস্যরা নাচ ও বাঁশি পরিবেশন করেন।

শিলিগুড়িতে জনসভা

লালগড় সহ জঙ্গলমহলে গণহত্যা, ধর্ষণ এবং দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি রোধ, খরা মোকাবিলায় সরকারি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি রোধ সহ জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। তারই অঙ্গ হিসাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল, বিক্ষোভ, পথসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জানুয়ারি দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সান্টু গুপ্ত। কমরেড গুপ্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অপদার্থতার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি জঙ্গলমহলে মাওবাদী দমনের নামে সিপিএম-কংগ্রেস বোঝাপড়ার কথাও তুলে ধরেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে সংগ্রামী বামপন্থা নিয়ে মাথা তুলছে গুজরাটের যুব সমাজ

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে গুজরাটের শুভচেতনাকে বিষিয়ে দেওয়ার বহু চেষ্টা করেছে বিজেপি এবং কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদী সরকার। কিন্তু সবটা এখনও শেষ করতে পারেনি। এই গুজরাট আবার সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে মাথা তুলছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে। তারই প্রকাশ দেখা

সুরাটে যুব সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখছেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল

গেল ২৩ জানুয়ারি সুরাটে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র গুজরাট রাজ্য সম্মেলনে। তিন হাজারেরও বেশি প্রাণবন্ত যুবক তীব্র বেকারত্ব, অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক অবনমন ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবিলম্বে শ্রম আইন চালু করার দাবি জানিয়ে সুশৃঙ্খল মিছিল করে সমাবেশ স্থলে পৌঁছায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুরাটে বস্ত্র ও হীরক শিল্পে প্রচুর যুবক কাজ করেন, যাঁরা যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও-র সঙ্গে যুক্ত।

উদ্বোধনী ভাষণে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ নেতাজীর জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সমস্যা নিরসনের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য যুবকদের আহ্বান জানান। খ্যাতনামা সাংবাদিক প্রকাশভাই শাহ গুজরাটের এবং দিল্লির শাসকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শোষণ, দুর্নীতি এবং বিভেদকামী নীতি যদি সরকার প্রত্যাহার না করে তাহলে নেতাজীর আদর্শে বলীয়ান হয়ে যুবকরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল রাজ্যে রাজ্যে শ্রমজীবী জনগণ কীভাবে শোষণের শিকার হচ্ছে তা তুলে ধরে বলেন, সরকার এদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখছে। ইংল্যান্ডে গুজরাটি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপুল কল্যাণী বলেন, বিশ্বায়িত শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তোলা দরকার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এম এস ইউনিভার্সিটির রিডার ডঃ ভরত মেহেতা, মীনাক্ষী যোশী (এ আই এম এস এস কনভেনর, গুজরাট), লোকেশ শর্মা, মুকেশ সেমওয়াল (এ আই ডি এস ও, গুজরাট রাজ্য সভাপতি) প্রমুখ। ২৪ জানুয়ারি সুরাট রেলওয়ে স্টেশনের পাশে শ্রমজীবী হলে ২৬৯ জন অগ্রগামী যুবককে নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কানু খাদাদিয়াকে সভাপতি, কমরেড সত্যেন্দ্র সিংহকে সহসভাপতি, কমরেড জয়েশ প্যাটেলকে সম্পাদক এবং কমরেড রামমুরাত মৌর্যকে কোষাধ্যক্ষ ও অফিস সম্পাদক করে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি তুলে ধরে তা গুজরাটের মানুষের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

এ আই ডি এস ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন

৮-৯ জানুয়ারি এ আই ডি এস ও-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোকারো শহরে। কয়েক হাজার ছাত্রের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চাস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক এন কে পি সিনহা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী ও সহসভাপতি কমরেড জুবের রব্বানি এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড সুমিত রায়।

শিক্ষার সমস্যাগুলি কীভাবে পুঁজিবাদের সংকট থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে বক্তারা সংকট নিরসনে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ২০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। কমরেড মিন্টু পাসোয়ানকে সভাপতি, কমরেড কানাই বারিককে সম্পাদক ও কমরেড সমর মাহাতোকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৮ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পার্টি সমর্থকের জীবনাবসান

বর্ধমান জেলার প্রবীণ এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক কমরেড সুকুমার চৌধুরী কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১ জানুয়ারি দুর্গাপুরে প্রয়াত হয়েছেন। ষাটের দশকে দুর্গাপুরে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে দলের কাজের সূচনা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে। কমরেড সুকুমার চৌধুরী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। সেই সময় কংগ্রেস এবং সিপিএমের কী প্রবল প্রতিপত্তি ছিল তা এখনকার অনেক কর্মী-সমর্থক কল্পনাও করতে পারবেন না। পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া, দলের আদর্শ প্রচার করতে না দেওয়া, দলের মুখপত্র গণদাবী বিক্রিতে বাধা দেওয়া, ভীতিপ্রদর্শন, মারধর এগুলো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই সময় কমরেড সুকুমার চৌধুরী এর বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ভূমিকায় বহু নতুন কর্মী-সমর্থক দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন। সংগ্রামের এই পর্যায়ের ধারাবাহিকতায় দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন।

তাঁর স্মরণে দলের দুর্গাপুর সেন্টারে এক সভায় এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু বলেন, আমরা বড় নেতা বা কর্মী হিসাবে কমরেড সুকুমার চৌধুরীর স্মরণসভা করছি না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন কিছু গুণ ছিল তা আজও আমাকে নাড়া দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা প্রতিবাদী তাঁর চরিত্রের বড় দিকগুলিই আমাদের চর্চা করা প্রয়োজন।

তাঁর মৃত্যুতে দল একজন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা সমর্থককে হারাল।

কমরেড সুকুমার চৌধুরী লাল সেলাম।

কেরালায় আন্দোলনের গণকমিটিগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে কমরেড তরুণ মণ্ডলের বৈঠক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ১৬ জানুয়ারি কেরালায় ত্রিবান্দ্রম প্রেস ক্লাবে সে রাজ্যে আন্দোলনরত বিভিন্ন গণকমিটির নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা তাদের দাবিগুলি পূরণে পার্লামেন্টে সক্রিয় হওয়ার জন্য কমরেড মণ্ডলের হাতে স্মারকলিপি জমা দেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেরালায় কর্মরত মাইগ্র্যান্ট শ্রমিকরা রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি কমরেড মণ্ডলের হাতে তুলে দেন। তাঁদের দাবি, ত্রিবান্দ্রম থেকে হাওড়া দৈনিক ট্রেন চালু করতে হবে এবং তাতে অসংরক্ষিত কোচের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কাজাকোটাস ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাকশন ফোরাম, মেডিকেল কলেজ রেসিডেন্টস অ্যাকশন কমিটি এবং নেমম রেলওয়ে অ্যাকশন কাউন্সিলও স্মারকপত্র জমা দেয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) ত্রিবান্দ্রম জেলা সম্পাদক কমরেড জি এস পদ্মকুমার। বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রন নায়ার, বি গোপী, ভেল্লানাদ রামচন্দ্রন, সুরেন্দ্র কুমার, এ এম কুঞ্জু, রাধাকৃষ্ণান ত্রিদিপ, জেরম ফার্নান্ডেজ, ডি সুদর্শন, আর বিজু, বেনি যোশেফ ও জি আর সুভাষ। সভাশেষে ডাঃ মণ্ডল কেরালার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ এন এ করিম, প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কে পি কোশালা রামদাস, বিশিষ্ট লেখক ডঃ নন্দীরোদ রামচন্দ্রনের বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ জানুয়ারি আলেপ্পি জেলার আমবালাপ্পুজার টাউন হলে ডাঃ মণ্ডলকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন কেরালা রাজ্য জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভি বেনুগোপাল। অ্যাডভোকেট ম্যাথু ভেলাঙ্গাদন, ডাঃ আম্বালাপ্পুজা গোপাকুমার, দেবাদথ জি পুরাক্কাদ, টি বি বিশ্বনাথন, কে নারায়ণন, আলা বাসুদেবন পিল্লাই সহ সকলেই কমরেড তরুণ মণ্ডলকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানান। সংবর্ধনার উত্তরে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমরেড মণ্ডল বলেন, পার্লামেন্টে জনগণের স্বার্থে আমি যা করেছি তা সামান্যই। তিনি বলেন, ভারতের মাটিতে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দেশব্যাপী পুঁজিবাদী শাসনশোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন আন্দোলন করছে জনগণের শোষণমুক্তির জন্য। এই আন্দোলনকে তিনি শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তোলার সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই ত্রিপুরার সিপিএম সরকারও ২৩ ডিসেম্বর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সার্কুলার জারি করেছে। চূড়ান্ত ছাত্রস্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি এ আই ডি এস ও, এ আই এম এস এস এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ছাত্র-যুব ও মহিলারা বিক্ষোভ দেখায়। আওয়াজ ওঠে, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত ও পৌর পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করা চলবে না। বটতলার জয়নগর বাসস্ট্যান্ডে এক প্রতিবাদী সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড বাবুল বণিক এবং এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি কমরেড অমর দেবনাথ। পাশফেল প্রথা তুলে দিলে শিক্ষার মানের যে চূড়ান্ত অবনমন হবে, এ সম্পর্কে বক্তারা আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, সরকারি শিক্ষার বনিয়াদ ধ্বংস করে বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিপতি শ্রেণীকে শিক্ষা ব্যবসায় বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে এই সর্বনাশা নীতি নেওয়া হয়েছে। এই নীতির বিরুদ্ধে এস এফ আই এবং এন এস ইউ আই (কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন) কোনও প্রতিবাদ না করায় তাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব হরণকারী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও অভিভাবকদের কাছে ধারাবাহিক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদিকা কমরেড শিবানী ভৌমিকের নেতৃত্বে তিনজনের এক প্রতিনিধিদল এডুকেশন ডিরেক্টরের অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট ডিরেক্টরের কাছে প্রতিবাদপত্র প্রদান করে।

সত্য ন্যায় ও মুক্তির ধ্রুবতারা লেনিন

মানব সভ্যতার মহান সন্তান ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের সংরক্ষিত দেহ মস্কোর মসোলিয়াম থেকে সরিয়ে কবরস্থ করার জন্য পুঁজিবাদী রুশ সরকারের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হওয়ায় এবার তারা মরিয়া। কিন্তু কেন? প্রায় ৮৬ বছর ধরে লেনিন সৌধে শায়িত নিষ্প্রাণ ঐ মানুষটিকে শুধু একবার চোখে দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পারলে নিজেদের জীবনকে সার্থক মনে করে আজও শত শত মানুষ প্রতিদিন পুষ্পস্তবক হাতে ওখানে যায়, ধীর পায়ে প্রবেশ করে, বিস্মিত হয়ে ভাবে, এই সেই মানুষ যিনি একদা এই রাশিয়ার বুকে এক নতুন শোষণমুক্ত সভ্যতার উদ্বোধন করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সামনে উদিত হয়েছিলেন সত্য ন্যায় ও মুক্তির দিশারী ধ্রুবতারা হয়ে।

সভ্যতার উন্মেষের কিছু পর থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল এক সমাজের যেখানে শোষণ - অসাম্য নেই, নেই বেঁচে থাকার উপকরণের অভাব। স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল হাজার হাজার বছর। মার্কস-এঙ্গেলসই প্রথম ঘোষণা করলেন, ধর্মপ্রচারকরা সাম্যের স্বর্গ গড়েছিলেন পরকালে, কিন্তু মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে ইহকালেই সাম্যের স্বর্গ রচনা সম্ভব। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটবে শ্রেণী সংগ্রামের পথে আর সেইদিন শুরু হবে মানুষের প্রকৃত ইতিহাস, যার পাশে অতীতের কাহিনী প্রাক্-ইতিহাস হয়ে যাবে। মহান চিন্তানায়কদের যুগান্তকারী ঘোষণাকে পৃথিবীর মাটিতে রাশিয়ায় প্রথম রূপদান করলেন যে মহামানব, তিনিই হলেন লেনিন। তাঁর হাত দিয়েই রাশিয়ার বুকে শুরু হল নতুন জাতের মানুষ তৈরির যজ্ঞ, যে মানুষ কাজ করে শুধু নিজের জন্য নয়, মানবসভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে।

রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসানের পর উত্তরাধিকার হিসাবে লেনিন ও বলশেভিক পার্টি পেয়েছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ জর্জরিত, জাতিগত ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য আর নিরক্ষর জনগণে ভরা অতি পশ্চাদপদ এক দেশ। হাতে ছিল যুদ্ধক্লান্ত ও অসন্তুষ্ট এক আধা-ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী। বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ক্ষমতাচ্যুত রুশ অভিজাত দেনিকিন কর্নিলভ র‍্যাঙ্গেলকে সামনে রেখে ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি চোদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ঘিরে ধরেছিল শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রকে। এদের সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন লেনিন। রাশিয়ার আধুনিক কৃষি, আধুনিক শিল্প সবই গড়ে উঠেছিল লেনিনের হাতে। রাশিয়ার সর্বত্র বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি। অনেকেই বলেছে, 'ইলেক্ট্রিফিকেশন' নয়, এটা লেনিনের 'ইলেক্ট্রিফিকশন' অর্থাৎ অলীক কল্পনা। কিন্তু সেই 'অসম্ভব'কে লেনিনই সম্ভব করেছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ এইচ জি ওয়েলস একটি নিবন্ধ লেখেন, নাম দিয়েছিলেন 'ক্রেমলিনের স্বপ্নদ্রষ্টা সেই মানুষটি'।

রুশ সম্রাট নিকোলাই জারও অন্যভাবে বুঝেছিলেন এ সত্য। শোনা যায় জার বলেছিলেন, মুক্ত লেনিন ভয়ঙ্কর, কারণ মানুষটা ঘুমের মধ্যেও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। এই নেতা জারের পুলিশের হাতে পড়লে পরিণতি যে মৃত্যু, তা বুঝতে বলশেভিক পার্টির অসুবিধা হয়নি। তাই রাশিয়ার বাইরেই কেটেছে তাঁর দীর্ঘকাল। দেশের মাটিতে তিনি নেই, কিন্তু তিনিই বিপ্লবের চিন্তানায়ক, সর্বোচ্চ সংগঠক, সকল নেতার নেতা, পথপ্রদর্শক। তাঁরই যোগ্যতম উত্তরসূরী স্ট্যালিনের ভাষায়, লেনিন ছিলেন পাহাড়ী ঈগল, যে বহুদূর দেখতে পায়। জলের মধ্যে মাছের মতো লেনিন বিপ্লবী আন্দোলনের বিপদসঙ্কুল তরঙ্গের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। জার পিটার দ্য গ্রেটের গুণাবলীকে স্বীকার করেও স্ট্যালিন বলেছেন লেনিনের পাশে পিটার দ্য গ্রেট যেন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ।

লেনিন কেবল রাশিয়ার কথাই ভাবেননি, ভেবেছেন গোটা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা নেই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান কীভাবে হবে তা নিয়েও তাঁর চিন্তা ছিল। তাই হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাকালে লেনিনের শিক্ষাকে উদ্ধৃত করেন। ইন্দোচিনে হো চি মিন লেনিনের মধ্যে খুঁজে পান ঔপনিবেশিক দেশের নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির পথকে। পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের বিভীষিকাকে নির্বাসন দিতে শপথবদ্ধ লেনিনই বিশ্বের একমাত্র চিন্তানায়ক যিনি যুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে উদ্‌ঘাটিত করেছেন আধুনিক যুদ্ধের মূল উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, যাকে উৎপাটিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধ মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে মানবজাতির মুক্তি নেই। তাই লেনিন-স্ট্যালিনের সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষ বরাবর শান্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবেই পরম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে গণ্য করেছে।

মানবতাবাদী মনীষী রোঁমা রোঁলা লেনিনের মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, ''সাধারণভাবে লেনিনের চিন্তাধারা, রুশ বলশেভিকবাদ আমি মানি না। ... কিন্তু মহান ব্যক্তিত্বের মূল্য আমি স্বীকার করি। তাই লেনিনের আমি একজন বড় ভক্ত। আজকের ইউরোপে তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না।''

অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই শুধু নয়, শাসক ও শোষকদের তীব্র ঘৃণাও বর্ষিত হয়েছে তাঁর ওপর যেমন হয়েছে যুগে যুগে মুক্তিসাধকদের ওপর। চোর নাস্তিক আর বুদ্ধকে বসানো হয়েছে একাসনে, মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যিশুকে হত্যা করা হয়েছে ক্রুশবিদ্ধ করে। এখন পুঁজিবাদী রাশিয়ার পুতিন সরকারও যুগে যুগে উৎপীড়কদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলছে মানুষ নাকি চাইছে লেনিনের দেহ মসোলিয়াম থেকে সরিয়ে কবরে পাঠানো হোক। আজ রাশিয়ার যে শাসকরা সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যগুলি লুট করে খাচ্ছে, তারাই তাদের দেশ ও জাতির জনককে কবরে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে, যেভাবে বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চেভ একদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবজাতির মুক্তিদাতা লেনিনের অনুগামী মহান স্ট্যালিনের দেহ মসোলিয়াম থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। পুঁজিবাদের পদলেহী পুটিনদের অজুহাত মসোলিয়াম চালু রাখতে সরকারের নাকি বহু খরচ হচ্ছে। তাদের বিলাস ব্যাসনের পিছনে বছরে কোটি কোটি ডলার খরচ হতে আপত্তি নেই, লুটেরা. উঠতি ধনীদের অশ্লীল বেহিসাবী খরচে আপত্তি নেই, একশত কোটিপতি খোদরভস্কিকে সরকার সংকীর্ণ স্বার্থে জেলে ভরেছে কিন্তু শত শত খোদরভস্কি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে আপত্তি নেই, আপত্তি কেবল নিষ্প্রাণ লেনিনের দেহটি সংরক্ষণ করতে।

লেনিন ছিলেন চাইকভস্কি ও বেঠোফেনের সংগীত এবং টলস্টয় ও পুসকিনের সাহিত্যের গুণগ্রাহী, বুর্জোয়া মানবতাবাদী বলে তাঁদের অবমূল্যায়ন করেননি। তাঁদের মূল্যবোধের উত্তরাধিকারের কথাই বলেছেন। লেনিন ছাত্রদের বলতেন ''তোমাদের পুসকিন পড়া উচিত।'' লেনিন সম্পাদিত ইসক্রা পত্রিকার শীর্ষে লেখা থাকত পুসকিনের কবিতার লাইন' স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা'। লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা কোনদিন অতীতের বড় মানুষদের অসম্মান করেনি। তারা ইয়াসনায় পালিয়ানায় টলস্টয়ের বাড়িকে, সেন্ট পিটার্সবুর্গে পুসকিনের বাড়িকে মিউজিয়াম করেছে। সংস্কারবাদী জার পিটার দি গ্রেটের মূর্তি তারাটেনে নামায়নি, তাকে সংরক্ষণ করেছে। এমনকী জারের শীতকালীন প্রাসাদ, হারমিটেজের শিল্পসংগ্রহ সবই ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত করেছে। ফাসিস্ট জার্মান বাহিনীর আক্রমণ থেকে মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র যুদ্ধের সময়ে জেনারেলিসিমো স্ট্যালিনের ঘরে টাঙানো থাকতো জারের প্রধান সেনাপতি সুভারোভের ছবি, যিনি নেপোলিয়নের আক্রমণ থেকে রাশিয়াকে বাঁচিয়েছিলেন। সেনা পরিচালনায় স্ট্যালিনের খ্যাতি তখন বিশ্বজোড়া। তবু সুভারোভের ছবিটা তিনি নামাননি। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিনগুলিতে যখন প্রাণ বাঁচানোই কঠিন ছিল, তখন অতীত শিল্পসম্ভার যাতে ফ্যাসিস্ট বর্বরদের হাতে না পড়ে তাই সেগুলিকে যত্ন করে দেশের পূর্বদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন স্ট্যালিন। এইভাবে তারা অতীতের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলির সংরক্ষণ করেছে। কারণ কমিউনিস্টরা ছিন্নমূল নয়, মানব সভ্যতার সম্পদগুলির মূল্য দিতে তারা জানে। দেশের বুকে গড়ে ওঠা অতীত দিনের উন্নত মূল্যবোধের তারা উত্তরসূরী।

বস্তুত লেনিনের দেহ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। লেনিন একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি এক মহান আদর্শ, এক নতুন সভ্যতার প্রতীক। যা পৃথিবীর বুক থেকে শোষণকে মুছে দেওয়ার পথ দেখিয়েছে। বিশ্বজোড়া লুঠেরারা তাই লেনিনকে মানেনি। তাদের চোখে লেনিন হলেন 'বলশেভিক রাক্ষস', তারা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যেই গণতন্ত্র, স্বাধীনতা খুঁজে পায়। আজকের দুনিয়ায় জনগণের স্বঘোষিত এই রক্ষকদের ভক্ষকের চেহারা যত পরিষ্কার হচ্ছে, মানুষ যত বুঝতে পারছে সমাজতন্ত্র হারিয়ে তাঁরা কী খুইয়েছেন, আবার যখন রুশ জনতার মিছিলে দেখা দিচ্ছে লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি, ততই লেনিনের স্মৃতি, তাঁর প্রাণহীন দেহের অস্তিত্বই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে রাশিয়ার পুঁজিবাদী শাসকদের কাছে।

এ কথা ঠিক, লেনিন প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র আজ আর নেই। তা থাকলে পুটিনদের স্থান যে আস্তাকুঁড়ে হত, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে হত না, তা পুটিনদের চেয়ে বেশি ভাল কেউ জানে না। তবে কি সেই আতঙ্কই তাড়া করছে রাশিয়ার নব্য লুটেরা বুর্জোয়া শাসকদের? ইউরোপের গণবিক্ষোভে যেভাবে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়ার শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছে, আরব ভূখণ্ড যেভাবে গণবিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে, তাতে পুটিনদের আসন কি নিরাপদ থাকবে। ভয় সেখানেই। কিন্তু দেহ সরিয়ে দিলেই লেনিনের আদর্শকে মুছে ফেলা যাবে না। মার্কসের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। তাঁর চিন্তা নিয়ে রাশিয়ার বিপ্লব ১৯১৭ সালে। আদর্শ যদি যথার্থ মানব কল্যাণের হয়, তবে তাকে ধ্বংস করা যায় না।

আমরা সাবাস দেব সেই রুশ জনগণকে যাঁরা বার বার সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এই হীন চক্রান্তকে রুখে দিয়েছেন। এবারও আমরা আশা করিক, তাঁরা প্রতিবিপ্লবীদের হীন পরিকল্পনা রুখে দেবেন। ভারত সহ সমগ্র বিশ্বের মেহনতি জনগণ এই সংগ্রামে রুশ সর্বহারা শ্রেণীর পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

আসানসোলে সিপিডিআরএস-এর শাখা গঠিত

কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম-এর আসানসোল প্রস্তুতি কমিটির তরফে ১৫ জানুয়ারি আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখক এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট আইনজীবী শেখর কুণ্ডু, ত্রিলোচন মুখার্জী ও অসীম ঘটক আইনি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের কনভেনশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত এবং কার্যকরী কমিটির সভাপতি অনিল চক্রবর্তী সিপিডিআরএস-এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। আইনজীবী অসীম ঘটককে সভাপতি এবং অধ্যাপক সুজিত সিংহ চৌধুরী ও সমাজকর্মী সঞ্জয় চ্যাটার্জীকে যুগ্মসম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মানবাধিকার কর্মী ও চিকিৎসক ডাঃ বিনায়ক সেনের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি

ডাঃ বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ গণতন্ত্রের উপর মারাত্মক আঘাত। রাষ্ট্রের এই ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ মেনে নিলে আগামী দিনে মানবাধিকার কর্মী সহ রাজনৈতিক কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো আরও বাড়বে এবং তাদের চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে— ২০ জানুয়ারি ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে বন্দীমুক্তি কমিটি আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় এ কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। সভা পরিচালনা করেন কমিটির পক্ষে সদানন্দ বাগল, অধ্যাপক মানস জোয়ারদার, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, ডাঃ অশোক সামন্ত, সন্তোষ রানা, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অমল চক্রবর্তী, ছোটন দাস, বিজন হালদার, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী। প্রতুল মুখোপাধ্যায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ঐ দিন একই দাবিতে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা ডাঃ বিনায়ক সেন, প্রবোধ পুরকাইত, ছত্রধর মাহাতো সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি জানান।

রেশনদুর্নীতির বিরুদ্ধে লালবাগ এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ

মূল্যবৃদ্ধি, রেশন দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং আর্সেনিক দূষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি রেটে সার দেওয়া, যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার, বিদ্যুতের দাম কমানো সহ বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত লোকাল কমিটিগুলির উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি দুই শতাধিক মহিলা-যুবক-চাষি এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়। মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশন থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে এস ডি ও অফিস চত্বরে পৌঁছায়, সেখানে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ৯ জনের এক প্রতিনিধি দল এস ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

ক্যানিংয়ের জনসভায় মানুষের ঢল

ক্যানিংয়ে জনসভা। (ইনসেটে) বক্তা কমরেড সৌমেন বসু

২১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং শহরে দুই সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি)-র এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুর, ইটখোলা, দাঁড়িয়া, নিকারিঘাটা, হাটপুকুরিয়া, তালদি, ঘুটিয়ারী সহ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সন্তান কোলে মায়েরা ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার সহ ক্যানিং এলাকার রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ১০০ দিনের কাজ, রেশন কার্ড, বি পি এল কার্ড ও দো-ফসলি চাষের জন্য জলের ব্যবস্থার দাবিতে সুসজ্জিত মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে যায় এবং একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কমরেড বাদল সরদারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস প্রতাপ নস্কর, নারায়ণ নস্কর, আমিরুল সরদার, আলকাছ শেখ, ইয়াহিয়া আখন্দ। এ ছাড়া গোসাবা ও বাসন্তী ব্লকের কমরেডস বিকাশ শাসমল, বৈদ্যনাথ বর ও নির্মল সরকার বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। কমরেড সৌমেন বসু বলেন, একদিকে যখন মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরছে, তখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই মালিকদের কোটি কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে। এ রাজ্যে সরকার হাজার হাজার বস্তা আলু নষ্ট করছে। নেতাইয়ে গণহত্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, জঙ্গল মহলে মাওবাদী দমনের নামে সিপিএম শতাধিক ক্রিমিনাল ক্যাম্প তৈরি করে মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে খুন করছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলায় শাসক সিপিএম মার্কসবাদের নামাবলী পরে ৩৫ বছর ধরে খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতিই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের ১৫৮ জন নেতা-কর্মীকে তারা খুন করেছে। সিপিএম তার দুষ্ট রাজনীতির দ্বারা বামপন্থা ও লাল ঝান্ডাকে কলঙ্কিত করছে।

তিনি বলেন, গণআন্দোলনকে সিপিএমের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এস ইউ সি আই(সি)জোট গড়ে তুলেছে। তিনি জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি আইন অমান্য আন্দোলন সফল করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানান।

বইমেলায় গণদাবীর স্টল

কলকাতা বইমেলায় গণদাবীর বুকস্টল নং ৪২০

মূল্যবৃদ্ধি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বালুরঘাটে পুলিশের লাঠি

মূল্যবৃদ্ধি, জঙ্গলমহলে গণহত্যা, দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, হাসপাতালের অব্যবস্থার প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সভায় পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এই আক্রমণে ৭৫ বছরের প্রবীণা খুকু মহন্ত সহ জখম হন ৫০ জন দলীয় কর্মী-সমর্থক। পুলিশ ৭৪ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন এবং আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গণ আইন অমান্য সফল করার আহ্বান জানান।

মৃত্যুতেই রেহাই খুঁজছে চাষিরা

২৮ ডিসেম্বর ২০১০। নিথর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের কুলুওয়াক্লা গ্রামের কুয়াশাঘেরা শীতের রাত। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দরাম রাইকোয়ার। এক টিন কেরোসিন হাতে নীরবে এসে দাঁড়ালেন চাষের খেতের পাশে। দিগন্তবিস্তৃত অড়হর খেত। পোকা লেগে আর কুয়াশার দাপটে ফসলে ভরে ওঠা গোটা খেতটাই শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। চোখ জলে ভরে এল তার। হাহাকারে ফেটে পড়তে চাওয়া বুকটাকে দু'হাতে চেপে ধরে নিমেষে কেরোসিনের টিনটা নিজের গায়ে উপুড় করে দিলেন নন্দরাম। তারপর একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির অপেক্ষা — দাউদাউ জ্বলে উঠল শরীরটা। গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসেছিল নন্দরামের আর্ত চিৎকারে, হাসপাতালেও ছুটেছিল। কিন্তু বাঁচানো যায়নি ২৫ বছরের যুবকটিকে।

শুধু নন্দরাম নয়, গোটা দেশ জুড়েই যেন চলেছে গরিব চাষিদের মরণ মহোৎসব। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে, এক মাসের মধ্যে ৮ জন চাষি আত্মহত্যা করে জীবনের দায় চুকিয়েছেন। এঁদের চার জনই বুন্দেলখণ্ড এলাকার দামো জেলার বাসিন্দা। বিপুল ঋণ শোধ করতে না পারার কারণেই আত্মহত্যার ভয়ঙ্কর পথ বেছে নিয়েছেন এই হতভাগ্যরা।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কথাই বলছিলেন নন্দরামের বৃদ্ধ বাবা পরীক্ষিৎ রাইকোয়ার। "প্রথমে শুরু হল পোকার উপদ্রব। খেতের পর খেতে ফসল নষ্ট হতে লাগল। নন্দরাম তিনবার কীটনাশক ছড়িয়েছিল, কোনও কাজ হয়নি। শেষে ফসল ওঠার মাত্র এক মাস আগে কুয়াশার দাপটে, যেটুকু ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেল" — জানালেন বৃদ্ধ। নিজের জমি ছিল না নন্দরামের। চুক্তিতে ৩০ একর জমি নিয়েছিলেন। চাষের জন্য ধার করতে হয়েছিল ২ লাখ টাকা। ঘন্টায় ৪০০ টাকা ভাড়ায় ট্রাক্টর আনতে খরচ হয়ে গিয়েছিল ১৬ হাজার টাকা। জমির মালিককে দিতে চলে গিয়েছিল আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার। ফসল নষ্ট হওয়ায় ঋণের টাকা কোনওমতেই শোধ করা যাবে না বুঝে, অপমানের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ খুঁজে পাননি নন্দরাম।

চাষি আত্মহত্যার মূলে যে রয়েছে গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে নেওয়া ঋণের বোঝা — তা আজ সকলেরই জানা। ধনী চাষিরাও সে কথা অস্বীকার করে না। পয়সাওয়ালা জমি-মালিকরা তাদের জমির পুরোটাই চাষের জন্য চুক্তির বিনিময়ে গরিব চাষিদের দিয়ে দেয়। এমনকী চাষের খরচও তারা আজকাল আর বহন করে না, পুরোটাই বইতে হয় নন্দরামদের মতো গরিব চাষিদের। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক না থাকায় চড়া সুদে মহাজনের কাছে হাত পাতে চাষিরা। এরপর ফসল ঠিক মতো না উঠলেই সর্বনাশ। যেমন হয়েছিল ২০০৯ সালে। গোটা দেশ জুড়ে, বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে অত্যন্ত কম বৃষ্টি হওয়ায় শুধু সেই বছরেই ১৭ হাজারেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। 'টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সেস'-এর একটি রিপোর্ট বলছে, গত ১০ বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি অসহায় চাষি আত্মহত্যা করা ছাড়া ঋণের ফাঁদ থেকে বাঁচার অন্য উপায় খুঁজে পায়নি।

সরকার এ সমস্যা জানে না তা নয়। অথচ সমাধানের কোনও চেষ্টা না করে কোথাও চাষি আত্মহত্যা করলে নাম কা ওয়াস্তে তদন্তের টিম পাঠায়। যেমন পাঠিয়েছে দামো জেলায়। চড়া সুদ নেওয়া গ্রামীণ মহাজনদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামবাসীরা অভিযোগ না জানানো পর্যন্ত তাদের কিছু করার নেই। দরিদ্র গ্রামবাসীরা লাচার। মহাজনদের চটানোর সাহস কিংবা উপায় তাদের নেই। ফলে অভিযোগ জমা পড়ে না, পার পেয়ে যায় মহাজনরা।

দেশের অনেক শহরই এখন ভরে উঠছে ঝকঝকে শপিং মলে, আলোর মালায় সাজানো ফ্লাইওভারে। আর সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে সরকারগুলি মহা উল্লাসে উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে। এদিকে গ্রামগুলিতে ঘরে ঘরে কান্নার রোল, প্রতিনিয়ত নেমে আসছে শোকের আঁধার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জলে ভিজে রোদে পুড়ে দিবারাত্রের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে যে চাষিরা দেশের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেন, গোটা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখেন, স্বাধীনতার পর ৬৩টা বছর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই চাষিদের মহাজনদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর সামান্য ব্যবস্থাটুকুও করতে পারল না এদেশের সরকার। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের এই বিপুল অগ্রগতির যুগে দাঁড়িয়ে আজও এদেশে ফসল হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারি সেচব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে মরতে হচ্ছে নন্দরামদের। মৃত্যু ছাড়া জীবনধারণের অসহনীয় যন্ত্রণা লাঘবের অন্য পথ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। নন্দরামদের অন্তিম দীর্ঘনিঃশ্বাস আঙুল তুলে মানুষের বিবেকের কাছে আজ প্রশ্ন তুলছে — এই সমাজব্যবস্থা ও তার বিশ্বস্ত পাহারাদার সরকারগুলির কি টিকে থাকার সামান্য অধিকারও আছে?

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৮-১-১১)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in